উদ্ধার হয়নি ১ টাকাও দেড় দশকে বাংলাদেশের ভয়ঙ্কর অর্থ পাচার চিত্র

সংগৃহীত ছবি

গত দেড় দশক ধরে বাংলাদেশে সরকারি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধানে প্রায় ২১ লাখ কোটি টাকা দেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়েছে। বিভিন্ন পদক্ষেপ, সরকারি ঘোষণাপত্র, টাস্কফোর্স গঠন এবং বিদেশে মামলা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও একটাও টাকা দেশে ফেরেনি। বিশাল এই অর্থ পাচারে ব্যাংকিং চ্যানেল, হুন্ডি, আমদানি-রপ্তানি লেনদেন এবং বিদেশি হ্যাভেন ব্যবহৃত হয়েছে, যার ফলে কোটি কোটি ডলার দেশের বাইরে গিয়ে যায়।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) গত বছর ৪৯ পৃষ্ঠার একটি বিশদ প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, জাপান, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, হংকং, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও কুয়েতে বাংলাদেশি অর্থ পাচারের তথ্য পাওয়া গেছে। একই সময় ব্যাংকিং খাত থেকে প্রায় ২ লাখ কোটি টাকা লুট হওয়া, বিশেষ করে এস আলম, নাসাসহ কয়েকটি বড় গ্রুপের মাধ্যমে অর্থ পাচার করা হয়েছে। এসব গ্রুপ ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বিদেশে পাঠিয়েছে, যা দেশে ফেরার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

পাচারের অর্থ ফেরানোর জন্য ২০২৩ সালের ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর বাংলাদেশ উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তবে কীভাবে অর্থ উদ্ধার হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এছাড়া একটি টাস্কফোর্সও গঠন করা হয়, যার সভাপতিসহ নয়জন সদস্য রয়েছেন। টাস্কফোর্সে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), সিআইডি, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, এনবিআর, কাস্টমস গোয়েন্দা ও বিএফআইইউ থেকে একজন করে প্রতিনিধি রয়েছে।

কিন্তু টাস্কফোর্স কার্যকরভাবে কাজ করতে পারছে না। বিএফআইইউ প্রধানকে যৌন কেলেঙ্কারির কারণে সরিয়ে দেওয়ার পর নতুন কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ফলস্বরূপ, টাস্কফোর্সের কার্যক্রম স্থবির। দুদক কিছু তদন্ত চালাচ্ছে, যার মধ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী, এস আলম গ্রুপের কর্ণধার, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও সাবেক সংসদ সদস্যদের বিদেশে অর্থ পাচারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত। তবে এসব তদন্তের পরও দেশে কোনো অর্থ আসার সম্ভাবনা নেই।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার জন্য ১২টি আন্তর্জাতিক সম্পদ পুনরুদ্ধার ও ল ফার্মের সঙ্গে নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট (এনডিএ) করার নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু এখনও কোনো চুক্তি সম্পন্ন হয়নি। ব্যাংকগুলো জানিয়েছেন, আলোচনা চলছে।

বিশ্বব্যাংকের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘পাচারের টাকা দ্রুত ফেরত আনা সম্ভব নয়। ২১ লাখ কোটি টাকার মাত্র ১ শতাংশও উদ্ধার হতে পারে, এবং তা হলেও প্রক্রিয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ। টাস্কফোর্সের নয়টি সংস্থা সমন্বয় করতে পারছে না, বিএফআইইউ ছাড়াও পদক্ষেপ কার্যকর হয়নি।’

সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন